PCTSCN

Prevention of Child Trafficking through Strengthening Community and Networking

শিশু পাচারকে না বলুন

E-newsletter

ইস্যু ১৩ ।। এপ্রিল ২০১৮

কন্সোর্টিয়াম মেম্বার্সঃ

এ্যাটসেক বাংলাদেশ
সিপিডি
ইনসিডিন বাংলাদেশ
নারী মৈত্রী
সিপ

সহযোগিতায়ঃ

terre des hommes
stops child exploitation

কমিউনিটি ও নেটওয়ার্কিং সুদৃঢ়করণের মাধ্যমে
শিশু পাচার প্রতিরোধ

নির্বাহী সম্পাদকঃ
এ কে এম মাসুদ আলী

সহযোগী সম্পাদকঃ
রফিকুল ইসলাম খান আলম

প্রদায়কঃ
শরীফুল্লাহ রিয়াজ
মোমেনুল হক
ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ
মোঃ জাহিদ

ডিজাইন ও প্রস্তুতকরণেঃ
মন্টি দেওয়ান
চিসল লুইস ম্রি
তারিকুল হাসান

প্রকাশকঃ
পিসিটিএসসিএন কন্সোর্টিয়াম

পাচার বিষয়ক তথ্য

মানব পাচার ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহ এবং দণ্ড

তথ্য: http://bdlaws.minlaw.gov.bd

মানব পাচার নিষিদ্ধকরণ ও দণ্ড

(১) কোন ব্যক্তি ধারা ৩ এ উল্লিখিত কোন কার্য করিলে উহা মানব পচার অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) মানব পাচার অপরাধ সংঘটনকারী কোন ব্যক্তি অনধিক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

সংঘবদ্ধ মানব পাচার অপরাধের দণ্ড

কোন সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর একাধিক সদস্য গোষ্ঠীর সকল সদস্যের সাধারণ অভিপ্রায় সাধনের উদ্দেশ্যে কোন আর্থিক বা অন্য কোনো বস্তুগত বা অবস্তুগত মুনাফা অর্জনের নিমিত্ত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করিলে উক্ত গোষ্ঠীর প্রত্যেক সদস্য উক্ত অপরাধ সংঘটনের দায়ে অভিযুক্ত হইবে এবং অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অন্যূন ৭(সাত) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা, ষড়যন্ত্র বা প্রচেষ্টা চালানোর দণ্ড

(১) কোন ব্যক্তি মানব পাচার অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা প্রদান করিয়া, ষড়যন্ত্র করিয়া এবং প্রচেষ্টা চালাইয়া অথবা সজ্ঞানে কোন মানব পাচার অপরাধ সংঘটন বা সংঘটিত করিবার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাহার সম্পত্তি ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া অথবা কোন দলিল-দস্তাবেজ গ্রহণ, বাতিল, গোপন, অপসারণ, ধ্বংস বা তাহার স্বত্ত্ব গ্রহণ করিয়া নিজেকে উক্ত অপরাধের সহিত জড়িত করিলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর এবং অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি এই আইনের আওতাধীন কোন অপরাধ সংঘটনে সহযোগী (abettor) হইলে উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য ধার্যকৃত দণ্ডের সমপরিমাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

জবরদস্তি বা দাসত্বমূলক শ্রম বা সেবা প্রদান করিতে বাধ্য করিবার দণ্ড

কোন ব্যক্তি বেআইনিভাবে অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করাইলে অথবা শ্রম বা সেবা প্রদান করিতে বাধ্য করিলে বা ঋণ-দাস করিয়া রাখিলে বা বলপ্রয়োগ বা যে কোন প্রকার চাপ প্রয়োগ করিলে অথবা করিবার হুমকি প্রদর্শন করিয়া শ্রম বা সেবা আদায় করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ১২ (বার) বৎসর এবং অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

মানব পাচার অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে অপহরণ, চুরি এবং আটক করিবার দণ্ড

(১) কোন ব্যক্তি মানব পাচারের অপরাধ সংঘটনের অভিপ্রায়ে বা যৌন শোষণ বা নিপীড়নসহ এই আইনের ধারা ২(১৫) এ বর্ণিত অন্য কোন শোষণের উদ্দেশ্যে অন্য কোন ব্যক্তিকে অপহরণ, গোপন অথবা আটক করিয়া রাখিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ১০ (দশ) বৎসর এবং অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে

এবং অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) মানব পাচারের অপরাধ সংঘটনের অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তি কোন নবজাত শিশুকে কোন হাসপাতাল, সেবা-সদন, মাতৃ-সদন, শিশু-সদন, বা উক্ত নবজাত শিশুর পিতা-মাতার হেফাজত হইতে চুরি করিলে বা অপহরণ করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

পতিতাবৃত্তি বা অন্য কোনো প্রকারের যৌন শোষণ বা নিপীড়নের জন্য আমদানী বা স্থানান্তরের দণ্ড

কোন ব্যক্তি জবরদস্তি বা প্রতারণা করিয়া বা প্রলোভন দেখাইয়া কোন ব্যক্তিকে পতিতাবৃত্তি অথবা অন্য কোন প্রকারের যৌন শোষণ বা নিপীড়নমূলক কাজে নিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে বিদেশ হইতে বাংলাদেশে আনয়ন করিলে বা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্থানান্তরিত করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর এবং অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

পতিতালয় পরিচালনা বা কোন স্থানকে পতিতালয় হিসাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের দণ্ড

(১) কোন ব্যক্তি পতিতালয় স্থাপন বা পরিচালনা করিলে অথবা তাহা স্থাপন বা পরিচালনা করিতে সক্রিয়ভাবে সহায়তা বা অংশগ্রহণ করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর এবং অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং ইহার অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি, যিনি

(ক) ভাড়াটিয়া, ইজারাদার (lessee) , দখলদার বা কোন স্থান দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি, জানিয়া-শুনিয়া উক্ত স্থান বা এর কোনো অংশবিশেষ পতিতালয় হিসাবে ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রদান করিলে; অথবা

(খ) কোন বাড়ির মালিক, ইজারা-দাতা (lessor) অথবা জমির মালিক অথবা উক্ত মালিক বা ইজারা-দাতার কোন প্রতিনিধি উক্ত বাড়ি অথবা উহার কোন অংশবিশেষ পতিতালয় হিসাবে ব্যবহৃত হইবে তাহা জানা সত্ত্বেও উক্ত বাড়ি বা জমি ভাড়া প্রদান করিলে;

তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর এবং অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে আহবান জানাইবার দণ্ড

কোন ব্যক্তি রাস্তায় বা জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে অথবা গৃহ অভ্যন্তরে বা গৃহের বাহিরে পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে মুখের ভাষায় বা অংগভঙ্গি করিয়া বা অশালীন ভাব-ভঙ্গি দেখাইয়া অন্য কোন ব্যক্তিকে আহবান করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে অথবা অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ভিকটিম বা মামলার সাক্ষীকে হুমকি প্রদানের দণ্ড

কোন ব্যক্তি মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা মামলার সাক্ষীকে বা তাহার পরিবারের কোনো সদস্যকে হুমকি প্রদান, ভীতি প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগ করিয়া এই আইনের অধীন রুজুকৃত কোন মামলার তদন্ত বা বিচারকার্যে কোনরূপ গুরুতর বিঘ্ন সৃষ্টি করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর এবং অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

মিথ্যা মামলা বা মিথ্যা অভিযোগ দায়েরের দণ্ড

(১) কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধন করিবার উদ্দেশ্যে এই আইনের অধীন মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা বা মিথ্যা

অভিযোগ দায়ের করিলে বা আইনি প্রক্রিয়ার অপব্যবহার করিলে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহা করিতে বাধ্য করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর এবং অন্যূন ২ (দুই) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত ট্রাইব্যুনাল কোন লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অথবা তাহার স্বীয় ক্ষমতায় উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত অপরাধ আমলে লইয়া তাহার বিচার শুরু করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, মূল মামলার বিচার স্থগিত করিতে পারিবে।

অপরাধের আমলযোগ্যতা, আপোষযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা

এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (cognizable) , অ-জামিনযোগ্য(non-bailable) এবং অ-আপোসযোগ্য (non-compoundable) হইবে।

সংবাদপত্রে পাচার

ভারতে পাচার ১৮ নারী-শিশুকে বেনাপোলে হস্তান্তর

স্টাফ করেসপন্ডেন্ট | বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম
এপ্রিল ২৫, ২০১৮

বেনাপোল (যশোর): ভালো কাজের প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন সময় ভারতে পাচার হওয়া ১৭ নারী ও একটি শিশুকে তিন বছর পর বেনাপোলে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বুধবার (২৫ এপ্রিল) সন্ধ্যা ৬টায় স্বদেশ প্রত্যাবর্তন আইনে ভারতীয় পেট্রাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশ তাদের বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন।

ফেরত আসা বাংলাদেশিরা হলেন- রংপুরের শান্তা, যশোরের আশা আক্তার, রিনা, আয়শা, রিনা বেগম, সাতক্ষীরার রুমা, সপ্না, খুলনার সুলতানা, দোলা, নড়াইলের নাসিমা, রিক্তা, ইতি, মারিয়া, নাজমা, হালিমা বেগম, রানী, ইতি ও শিশু হালিমা।

এদের মধ্যে বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি ১২ জন, রাইটস যশোর চার জন ও জাস্টিজ অ্যান্ড কেয়ার নামে এনজিও দুই জনকে পুলিশের কাছ থেকে তত্ত্বাবধানে নিয়েছেন।

বেনাপোল ইমিগ্রেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম বাংলানিউজকে জানান, ফেরত আসা নারীদের মধ্যে ১৭ নারী ও একজন শিশু রয়েছে। আইনী প্রক্রিয়া শেষে তাদের তিনটি এনজিও সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

পাচার হওয়া ৮ নারী-শিশুকে ফেরত

নিজস্ব প্রতিবেদক | প্রথম আলো
এপ্রিল ১৯, ২০১৮

বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ভারতে পাচার হওয়া আট নারী ও শিশুকে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে ফেরত দিয়েছে দেশটির পুলিশ। দুপুরে চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ জিরো পয়েন্ট এলাকায় ভারতীয় পুলিশের প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের শিবগঞ্জ থানা-পুলিশের প্রতিনিধিদলের হাতে এই আটজনকে হস্তান্তর করে। গত পাঁচ-ছয় বছরে এই নারী-শিশুদের পাচার করা হয়েছিল।

হস্তান্তর হওয়া বাংলাদেশিরা হলেন বগুড়ার ধুনট উপজেলার শাপলা খাতুন (২৭), ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুর উপজেলার নুরুন নেসা (২০), জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার রোজিনা খাতুন (১৩), নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার সেলিনা বেগম (২০), কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার জেসমিন খাতুন (১৬), ঢাকার খাদিজা খাতুন (২০), খুলনার দৌলতপুর উপজেলার সোহাগী খাতুন (১৩) ও তার ছোট বোন আগরী খাতুন (৭)।

হস্তান্তরের সময় শিবগঞ্জ থানার পরিদর্শক (অভিযান) কবির হোসেন, উপপরিদর্শক (এসআই) রনি কুমার দাসসহ ইমিগ্রেশন পুলিশের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

শিবগঞ্জ থানার পরিদর্শক (অভিযান) কবির হোসেন বলেন, প্রায় পাঁচ থেকে ছয় বছর আগে পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে সীমান্ত দিয়ে তাঁদের ভারতে পাচার করা হয়েছিল। তাঁরা এখন শিবগঞ্জ থানা হেফাজতে রয়েছে। আইনিপ্রক্রিয়া শেষে পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

সাভারে পাচারকালে ত্রিপুরা ও বম নৃগোষ্ঠীর ১০ শিশু উদ্ধার

পরিবর্তন
এপ্রিল ২২, ২০১৮

বান্দরবান কেনারীরহাট সড়কের রেইছা চেক পোস্ট থেকে অভিযান চালিয়ে ত্রিপুরা ও বম নৃগোষ্ঠীর ১০ শিশুকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। এসময় পাচারকারী সন্দেহে ২ ব্যক্তিকেও আটক করা হয়েছে। শনিবার রাতে পুলিশ বান্দরবান থেকে ঢাকাগামী শ্যামলী পরিবহনের একটি যাত্রীবাহি বাসে তল্লাশি চালিয়ে শিশুদের উদ্ধার করে।

এ সময় পাচারকারী সন্দেহে নয়ারাম ত্রিপুরা (২৭) ও লাল মা সন বোম (৩০) নামের ২ ব্যক্তিকে আটক করা হয়।

বান্দরবানের পুলিশ সুপার জাকির হোসেন মজুমদার পরিবর্তন ডটকমকে জানান, সন্দেহ হলে পুলিশ চেকপোস্টে ঢাকাগামী যাত্রীবাহি বাসটিতে তল্লাশি চালিয়ে ত্রিপুরা ও বম নৃগোষ্ঠীর ১০ শিশুকে উদ্ধার করে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম সরওয়ার পরিবর্তন ডটকমকে জানান, উদ্ধারকৃত শিশুদের সবার বয়স ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে। দূর্গম এলাকা থেকে এদের বিনা খরচে পড়ালেখার লোভ দেখিয়ে বান্দরবান হয়ে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

গোলাম সরওয়ার আরো জানান, বান্দরবানের থানছি, রুমা, তারাছা ও রাঙ্গামাটির রাজস্থলি থেকে শিশুদের নিয়ে আসা হয়েছে। তবে তাদের সাথে কোনো অভিভাবক ছিল না।

আটককৃতরা অসংলগ্ন কথাবার্তা বলায় তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানান ওসি।

তবে আটক ব্যক্তি নয়ারাম ত্রিপুরা জানান, তারা ঢাকার সাভারের নতুন বাজার এলাকার 'লিভ ফর লাইফ' নামের একটি এতিম হোষ্টেলে পড়ালেখা করানোর জন্য শিশুদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

তবে এ সংক্রান্ত কোনো প্রমাণপত্র দেখাতে পারেন নি নয়ারাম ত্রিপুরা।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিশু পাচারে জড়িতদের বিচারের মুখোমুখি করছে মিসর

বাংলা ট্রিবিউন
এপ্রিল ১৩, ২০১৮

অনলাইনে শিশু পাচারের ঘটনায় কয়েকজন সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করেছেন মিসরের প্রসিকিউটররা। রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর চাইল্ডহুড অ্যান্ড মাদারহুডকে উদ্ধৃত করে মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদভিত্তিক ব্রিটিশ ওয়েবসাইট মিডল ইস্ট মনিটর খবরটি জানিয়েছে।এর মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো ইন্টারনেট ব্যবহার করে শিশু পাচারের ঘটনায় জড়িতদের বিচারের আওতায় আনলো মিসর।

গত ফেব্রুয়ারিতে নিজেদের পরিচালিত শিশু হটলাইনের মাধ্যমে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর চাইল্ডহুড অ্যান্ড মাদারহুড কর্তৃপক্ষ জানতে পারে, একটি ওয়েবসাইট রয়েছে যার মাধ্যমে মিসরে শিশুদের বিক্রি করা হয়। ওই ওয়েবসাইটে বিক্রির জন্য শিশুদের ছবি প্রদর্শন করা হয়। দেশের ভেতর কিংবা বাইরে থেকে পরিবারগুলো পছন্দমতো শিশু বাছাই করে তাকে কেনার অনুরোধ জানাতে পারে।

মিসরের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনকে উদ্ধৃত করে মিডল ইস্ট মনিটর জানায়, ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর চাইল্ডহুড অ্যান্ড মাদারহুড এর পক্ষ থেকে প্রসিকিউটর জেনারেলের কার্যালয় থেকে মামলা করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে সন্দেহভাজনদের আটক করা

হয়। এ নিয়ে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর চাইল্ডহুড অ্যান্ড মাদারহুড-এর মহাসচিব আজ্জা এল-আশমাউই একটি বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি জানান, অনলাইনের মাধ্যমে শিশু পাচারে জড়িতদের বিচারের মুখোমুখি করা হচ্ছে।

গত জানুয়ারিতে মিসরের পার্লামেন্ট শিশু অপহরণের ঘটনায় সাজা কঠোর করে একটি আইনগত সংশোধনী পাস করে। মিসরে শিশু অপহরণের ঘটনা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যাওয়ার কারণে ওই সংশোধনী আনা হয়। সংশোধিত আইনে অপহরণকারীদের ১০ থেকে ২০ বছরের সাজার বিধান জারির পাশাপাশি অপহৃত শিশুকে ধর্ষণ কিংবা যৌন নিপীড়নের ঘটনায় মৃত্যুদণ্ডের বিধান জারি করা হয়েছে। পূর্ববর্তী আইনে শিশু অপহরণ মামলায় সর্বোচ্চ ২৫ বছরের (যাবজ্জীবন) সাজার বিধান ছিল।

কলকাতায় সপ্তম অ্যান্টি-ট্র্যাফিকিং কনক্লেভ কর্মশালা ও সম্মেলন

VOA
এপ্রিল ২৯, ২০১৮

দেশের সীমান্তে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে আগামী দিন কী করনীয় সেব্যাপারে মতবিনিময় সংক্রান্ত বিষয়ে আলোকপাত করার লক্ষ্যেই দিল্লীর স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন শক্তিবাহিনী ও কলকাতাস্থ মার্কিন দূতাবাসের যৌথ উদ্যোগে কলকাতার আমেরিকান সেন্টারে অনুষ্ঠিত হল সাতাশ ও আঠাশে এপ্রিল দুহাজার আঠেরো' দুদিন ব্যাপী সপ্তম অ্যান্টি-ট্র্যাফিকিং কনক্লেভ শীর্ষক কর্মশালা ও সম্মেলন এবং দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সভা।

সংশ্লিষ্ট সম্মেলনে উপস্থিত বক্তারা ও প্রতিনিধিরা নারী ও শিশু পাচার রোধে একটি জোরালো ও সুসংহত দ্বিপাক্ষিক এবং শক্তিশালী গবেষনালব্ধ এজেন্ডার ওপর জোর দেন। সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তৃতায় কলকাতাস্থ মার্কিন কনসাল জেনারেল ক্রেইগ হল বলেন, তাঁর কথায়-"গত সাত বছরে আমরা সহযোগিতার মহান উদাহরণ দেখেছি যেখানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি স্থানীয় সরকার এবং মানব পাচারের সাথে জড়িত থাকার ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে হস্তক্ষেপ করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত, একুশ শতকে বিশ্বব্যাপী সহানুভূতিশীল অংশীদার হিসাবে, মানবাধিকারের দৃঢ়তা সহ ভাগ করে নেওয়া আগ্রহের বিষয়ে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সব ধরনের মানব পাচার বন্ধ করার জন্য একসাথে কাজ করা এই অংশীদারিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন "শক্তি বাহিনী"র প্রতিষ্ঠাতা রবি কান্ত উল্লেখ করেন, "মানব পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইকে শক্তিশালী করার জন্য এটি একটি চমৎকার সুযোগ। আমরা একসঙ্গে এই অপরাধ রুখতে এবং যুদ্ধ করতে সমস্ত স্টেকহোল্ডারের সাথে সহযোগিতা করতে বদ্ধপরিকর"। সেইসাথে শক্তিবাহিনীর দ্বিতীয় কর্মকর্তা ঋষিকান্ত এক প্রতিক্রিয়ায় জানান প্রসংগত বলা যেতে পারে সপ্তম অ্যান্টি-ট্র্যাফিকিং কনক্লেভে বাংলাদেশ নেপাল সহ গোটা দেশ অর্থাৎ ভারতের হরিয়ানা দিল্লী ঝাড়খন্ড বিহার পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে মোট একশো চল্লিশ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেছেন।

সম্মেলনে কলকাতাস্থ যুক্তরাষ্ট্রের কনস্যুলেট জেনারেলের স্থানীয় এবং আঞ্চলিক অ্যান্টি-ট্র্যাফিকিং প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় সরকার, এনজিও, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন।

পরিসংখ্যান

মাস ভিত্তিক পাচারকালে উদ্ধারকৃত নারী ও শিশু এবং পাচারকারী আটকের পরিসংখ্যান

বিজিবি
সর্ব-শেষ হাল-নাগাদ: ৩ এপ্রিল ২০১৮

অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমকালে আটক, পাচারকালে উদ্ধারকৃত নারী ও শিশু এবং পাচারকারী আটকের পরিসংখ্যান				
মাসের নাম	নারী	শিশু	পাচারকারী	মামলার সংখ্যা
জানুয়ারি -২০১৮	০৬	০১	০	০৫
ফেব্রুয়ারি -২০১৮	২৬	১৯	০	১০
মার্চ -২০১৮	৫৮	২৮	০	১৪
এপ্রিল -২০১৮				
মে -২০১৮				
জুন -২০১৮				
জুলাই -২০১৮				
আগষ্ট -২০১৮				
সেপ্টেম্বর -২০১৮				
অক্টোবর-২০১৮				
নভেম্বর -২০১৮				
ডিসেম্বর -২০১৮				
সর্বমোট =	৯০	৪৮	০	২৯

সীমান্ত অতিক্রমের সময় বিজিবি কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিক আটক ও থানায় সোপর্দের পরিসংখ্যান

বিজিবি
সর্ব-শেষ হাল-নাগাদ: ৩ এপ্রিল ২০১৮

ক্রমিক	মাসের নাম	আটকের সংখ্যা	থানায় সোপর্দ
১।	জানুয়ারি -২০১৮	৬১ জন	৬১ জন
২।	ফেব্রুয়ারি -২০১৮	১৩৭ জন	১৩৭ জন
৩।	মার্চ -২০১৮	১৭০ জন	১৭০ জন
৪।	এপ্রিল -২০১৮		
৫।	মে -২০১৮		
৬।	জুন -২০১৮		
৭।	জুলাই -২০১৮		
৮।	আগষ্ট -২০১৮		
৯।	সেপ্টেম্বর -২০১৮		
১০।	অক্টোবর-২০১৮		
১১।	নভেম্বর -২০১৮		
১১।	ডিসেম্বর -২০১৮		
	সর্বমোট =	৩৬৮ জন	৩৬৮ জন

যে কোন প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন

সিপিডি - ০১৯২২-৭২২০৩৩
ইনসিডিন বাংলাদেশ - ০১৯৭৭-৯১১১১৭
নারী মৈত্রী - ০১৯৭৭-৬৬২৬৭৭
সিপ - ০১৯৩৭-৩৯৩৪৭৪

PCTSCN Consortium Secretariat

8/19, Sir Syed Road, Mohammadpur, Dhaka-1207
Email: pctscn@gmail.com

Contact No:
Adv. Md. Rafiqual Islam Khan Alom: +8801720-309279